10

তারিখ 18 SEP 1996
পৃষ্ঠা কলাম 2

দৈনিক সংবাদ

শ্বেতপত্র ঃ দুর্নীতি অনিয়ম | কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ হয়েছেন উপাচার্য

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ময়মনসিংহ), ১৭ই সেপ্টেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- গণ-তান্ত্রিক শিক্ষক ফোরামের প্রকাশিত শ্বেত-পত্রে উপাচার্যের বিরুদ্ধে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থতার অভিযোগ আনা হয়েছে।

গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরামের এই শ্বেতপত্রে বলা হয়েছে; উপাচার্য হওয়ার আগে সোনালী দলের সভাপতি থাকাকালে বিএনপি'র সমর্থক সন্ত্রাসীদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। উপচার্য হবার পরও নিজস্ব স্বার্থে, তার কতিপয় বিশ্বস্ত শিক্ষক সহকর্মীর সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলে গ্রুপিং করিয়ে দুটি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়। এর পটভূমি প্রস্তুতই ছিল। ১৯৯৩-এর ২৩শে জানুয়ারি ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে নিহত হয় রেজাউর রহমান সবুজ। এই হত্যাকান্ডের বিচার আজো হয়নি। গত বছরের শেষ দিকে সশস্ত্র সংঘর্ষ চলাকালে কেবল একটি গ্রুপের নেতাদের পুলিশ গ্রেফতার করে। অপর গ্রুপ পার পেয়ে যায়। গত বছর ১৫ই ডিসেম্বর রাতে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের সাথে ছাত্র শিবিরের মধ্যে ১১ ঘন্টাব্যাপী বন্দুকযুদ্ধ হয়। ১৬ই ডিসেম্বর প্রকাশ্য দিবালোকে ৩ শিবিরকর্মী নিহত হবার পর শিবিরের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে সকলের সামনে দিয়ে। এ সংঘর্ষের কারণে বন্ধ ঘোষিত বিশ্ববিদ্যালয় চার মাস পর খুললে ছাত্রদলের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা নিজ নিজ গ্রুপের সুবিধানুযায়ী হলসমূহে অবস্থান নেয়।

শ্বেতপত্রে সন্ত্রাসী ঘটনার নজির হিসেবে আরো উপস্থাপন করা হয়েছে অসহযোগ আন্দোলনের সময় উপাচার্যের সমর্থনপুষ্ট ছাত্রদল সভাপতি হাসান জাফির তুহিনের নেতৃত্বে ছাত্র নামধারী ক'জন সন্ত্রাসী কর্তৃক পশু পালন অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডঃ আ, ম, ম তারেক ও পশু চিকিৎসা অনুষদের প্রাক্তন ডীন অধ্যাপক জলিল সরকারের বাসায় চড়াও হয়ে চরম অশালীন ব্যবহার ও অস্ত্রের সাহায্যে প্রাণনাশের হুমকি প্রদর্শন করার ঘটনাকে। এ সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে, সন্ত্রাসীদের নামোল্লেখ করে অভিযোগ দায়ের করা হলেও এর বিচারের কোন উদ্যোগ না নিয়ে এদের প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে। শ্বেতপত্রে বলা হয়, এর আগেও শিক্ষকদের ওপর সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনার বিচার করতে উপাচার্য অসম্মতি জ্ঞাপন করেন এই অজুহাতে যে, আক্রান্ত ব্যক্তিবর্গ সন্ত্রাসীর নামোল্লেখ করে বিচার প্রার্থনা করেননি। এদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রক্টর (অধ্যাপক আলী) এবং হল প্রভোস্টও (অধ্যাপক শাহজাহান) রয়েছেন। শুধু তাই নয়, উপাচার্যের উপস্থিতিতে তার চোখের সামনে শিক্ষাচার্য জয়নুল আবেদিন মিল-নায়তনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তাদের সমা-বেশে (এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপাচার্য) সশস্ত্র হামলার বিচারও হয়নি।

সন্ত্রাসীরা বার বার নানা অজুহাতে পরীক্ষা পিছিয়ে সেশনজটের পাহাড় জমি-য়েছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। একমাত্র কৃষি অনুষদের তৃতীয় পর্বের পরীক্ষা সাত বার পিছিয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর পুলিশ বাকসু ও ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক শামসুল আলম তোফাকে গ্রেফতারের দিন হলগুলো রেইড করে অস্ত্র উদ্ধার করতে চাইলে উপাচার্য অনুমতি প্রদানে অস্বীকৃতি জানান। তোফার মুক্তির দাবিতে ছাত্রদল উপর্যুপরি হরতাল আহ্বান করে একাডেমিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করে।

গত ১৫ই এপ্রিল সবগুলো অনুষদের চূড়ান্ত (ফাইনাল) পরীক্ষা নির্ধারিত করে ছাত্রদল তোফার মুক্তির দাবিতে বিশ্ব-বিদ্যালয় এলাকায় হরতাল ঘোষণা করে। পরীক্ষার্থীরা কর্তৃপক্ষকে পরীক্ষা নেয়ার স্বার্থে উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করলেও কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা করেনি। পরীক্ষার্থীরা হরতাল আহ্বানকারী-দের ব্যারিকেড ডিঙ্গিয়ে পরীক্ষা হলে যথাসময়ে উপস্থিত হয়। পরীক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষকগণ হরতালকারীদের বাধা অতিক্রম করে প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষার সরঞ্জামাদি প্রশাসনিক ভবন থেকে বের করে পরীক্ষার হলসমূহে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হন। পরীক্ষা না হওয়ায় পরীক্ষার্থিগণ বিক্ষুব্ধ হয়। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সন্ত্রাসীরা প্রশাসন ভবন, কয়েকটি অনুষদ ভবন ও উপাচার্য ভবন ভাঙচুর করে এবং উপাচার্য ভবনে আগুন লাগায় ও পরীক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষকদের সাথে দুর্ব্যবহার করে। এর আগের দিন সন্ধ্যায় (১৪ই এপ্রিল) হরতাল আহ্বানকারীরা মিছিল করে উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডঃ শরফুদ্দিন আজাদের বাড়িতে হামলা করে এবং অগ্নিসংযোগের চেষ্টা চালায়।

এই সব সন্ত্রাসী ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষক সমিতির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৬ই এপ্রিল প্রতীক ধর্মঘট ও মৌন মিছিলের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সন্ত্রাসীরা পাল্টা কার্যক্রম গ্রহণ করে। তখন উপাচার্যের সমর্থিতরা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অপপ্রচার চালায় যে, 'শিক্ষকগণ অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটে গিয়েছেন এবং ১৫ই এপ্রিলের ঘটনাবলীর জন্য পরীক্ষার্থী ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের দায়ী করা হয়েছে'। এতে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা আরো বিক্ষুব্ধ হয় এবং এই সুযোগে সন্ত্রাসীরা প্রশাসনিক ভবন, অনুষদ ভবনসমূহ ও লাইব্রেরিতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের জি,টি,আই-এর গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে, শিক্ষকদের তাড়া ও আক্রমণ করে, গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরামের তৎকালীন সভাপতি অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ হোসে-নের বাসাসহ বেশকিছু শিক্ষকের বাসায় আক্রমণ করে এবং গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরামের বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক ডঃ আনোয়ারুল ইসলামের গাড়ি ভাঙে।

এ সকল ঘটনায় সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত না করে উপাচার্য প্রমাণ করেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত করতে তার সদিচ্ছা বা আন্তরিকতা নেই।